সাপ্তাহিক ২০০০

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
তানিম আহমেদ, জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
জাকির হোসেন, বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক
প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার
আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

সম্পাদকীয়

নজিরবিহীন ন্যক্কারজনকভাবে গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলার পর শান্ত ক্যাম্পাস হঠাৎ করেই উত্তাল হয়ে উঠেছে। বাঁধভাঙা এ আন্দোলনের উত্তাল পুলিশ, বিডিআর ও ছাত্রদলের আগ্নেয়াস্ত্র বিন্দুমাত্র প্রশমিত করতে পারছে না। রাতের আঁধারে ক্ষমতাগ্রহণকারী বিতর্কিত উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর পদত্যাগের দাবিতে সাধারণ ছাত্রসমাজ বজ্রকঠিন ঐক্যবদ্ধ। প্রায় এক দশক পরে হল বন্ধ করে দিয়েও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণে আনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে। ক্যাম্পাসে প্রতিদিন ঝরছে রক্ত। অথচ কান্ডজ্ঞানহীন মিথ্যাবাদী উপাচার্য বলছেন, ক্যাম্পাস তার নিয়ন্ত্রণে। ছাত্র নামধারী গার্মেন্টস শ্রমিকদের দাবির কাছে তিনি পদত্যাগ করবেন না।' ইঁদুরের মতোই গর্তে পালিয়েছেন প্রক্টর নজরুল ইসলাম। অথচ এ প্রক্টর গত কয়েক মাসে দুর্দান্ত প্রতাপের সঙ্গে বন্ধ করে দিয়েছে টিএসসির সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার অ্যাসোসিয়েশন ডুকা। উপাচার্যের তাঁবেদার সহকারী প্রক্টররা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গল্পরত প্রেমিক জুটিকে ধরে নিয়ে এসেছে। পাঠিয়েছে থানায়। বস্তুত এসবই তারা করেছে জোট সরকারের দৃষ্টি কাড়তে। প্রমাণ করতে তারা দলের একনিষ্ঠ লোক। তাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি ক্রমঅবনতি হয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থে দলের লোক হবার প্রবণতাই ঢেলে দিয়েছে দলকে বিপাকে। উপাচার্য ও প্রক্টরের কারণে জোট সরকার আজ চরম বিপাকে পড়েছে। তারাই হয়ে উঠেছে খালেদার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন।

বহিরাগত ছাত্রী ক্যাডার লুসি ও শান্তার কথা রক্ষার জন্যই প্রশাসন ২৩ জুলাই শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলা চালায়। রাতের আঁধারে পুরুষ পুলিশ নাজেহাল করে সাধারণ ছাত্রীদের। পুলিশ চৌদ্দজন ছাত্রীকে রাতে গাড়িতে করে থানায় নিয়ে যায়। অথচ পরের দিন সংবাদ সম্মেলনের সময় সাংবাদিকরা লুসি, শান্তাকে দেখতে পায় ভিসির অফিসে। এই লুসি ও শান্তারা আজকের ছাত্র রাজনীতির ফসল। তারা সচিবালয়ে তদবির করে। টেন্ডারবাজি ও মাস্তানি তাদের কাজ। শিক্ষকরা পদপ্রাপ্তির আশায় দলীয় ছাত্র সংগঠনের ক্যাডারদের সঙ্গে সকল নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে সখ্যতা গড়ে তুলেন। তাদের দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো পোস্ট পাবার জন্য তদবির চালায়। এ কারণে নীতিহীন ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি আজ প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে দলবাজ শিক্ষকেরা। দলীয় লেজুড় ভিত্তিক ছাত্র সংগঠনগুলো।

উপাচার্যের পদত্যাগসহ ছয় দফার দাবিতে চলমান ছাত্র আন্দোলন ক্রমেই জঙ্গি হয়ে উঠছে। পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোলাটে হচ্ছে। এ আন্দোলন সরকারবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হতে পারে। ঘটাতে পারে আরো রক্তপাত। পরিস্থিতি আরো অবনতি না হতেই উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে পদত্যাগে জোট সরকারের বাধ্য করানো প্রয়োজন। জোট সরকারের উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপাচার্যের পদত্যাগ ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া। তা না হলে বিশ্ববিদ্যালয় চলমান আন্দোলনে তাদেরও পুড়তে হবে।

প্রচ্ছদের ছবি : **এন্ড্রু বিরাজ**